R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৩ই মে, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

এস এস সি পরীক্ষায় পরিচালকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বলি ৩০০ ছাত্রছাত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা : সরকারী আধিকারিকদের গাফিলতি, পরীক্ষা পরিচালকদের অনভিজ্ঞতার ফলে গত ১০ মে অনুষ্ঠিত রাজ্যব্যাপী শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কেন্দ্রের রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের ৩০০ পরীক্ষার্থীদের চরম হেনস্থা হতে হয়েছে। ১০ মে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মোট ১৩০০ জন পরীক্ষা দেন। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ, জঙ্গিপুর কলেজ, জঙ্গিপুর বয়েজ ও রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলে পরীক্ষার সিট পড়েছিল। এই চারটি পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অফিসের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কে, সাহা। গত ৫ মে মালদায় উত্তরাঞ্চলের সব কেন্দ্রের অফিসার ইন-চার্জদের যে সভা হয় তার চিঠি সময় মতো না পাওয়ায় এ, কে, সাহা সেখানে যেতে পারেননি বলে তিনি জানান। ফলে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকা সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম ধারণাও ছিল না। সভা হয়ে যাওয়ার পরেও শ্রীসাহা নির্দেশিকা জানার চেষ্টা করেছিলেন বলেও কোন খবর নাই ১০ তারিখে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে সমস্ত কেন্দ্রেরই ভার প্রাপ্ত সেন্টার ইনচার্জরা দেখেন সব বিষয়ের দুই সেট প্রশ্নপত্র। অন্য কেন্দ্রে কোনো অসুবিধা না হলেও অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ রঘুনাথগঞ্জ গার্লসের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মানসী চট্টোপাধ্যায় কোন্ প্রশ্ন দিতে হবে তা জানতে চাইলে অফিসার ইনচার্জ শ্রীসাহা তাঁকে দুটি সেট প্রশ্নই দিয়ে দিতে বলেন। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় অর্দ্ধেও লাল ও হলুদ রং এর প্রশ্ন থাকায় শ্রীসাহা প্রধান শিক্ষিকাকে দুটি সেট প্রশ্ন দিয়ে যে কোনো একটি সেটের নাম ও রোল নং লেখার টপসিটটি ছিঁড়ে ফেলতে বলেন। (২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সি পি আই নেতা দলীয় প্রতীক বিক্রি করে গ্রামছাড়া

স্থানীয় সংবাদদাতা : সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জের পরে সাগরদীঘিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীপদ বন্টন নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন সাগরদীঘি ব্লকের সি পি আই সম্পাদক প্রভাত ঘোষ। নির্বাচনের ডিউটি করতে না চাওয়া একদল শিক্ষককে দলীয় প্রতীক নিয়ে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থীপদ পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীঘোষ প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়কের হস্তক্ষেপে জেলা সি পি আই নেতৃত্ব দলীয় প্রতীক বন্টনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেন। জেলা সম্পাদক ওয়াহেদ রেজা সাগরদীঘি ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে অন্য স্থানে যাতে কেউ দলীয় প্রতীক ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ করেন। ফলে অনেককেই শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে হয়। তারা প্রার্থীপদের জন্য দেয় টাকা ফেরৎ চাইতে পারে এই ভয়ে প্রভাতবাবু গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বলে খবর। প্রভাত ঘোষ এর আগেও হোমগার্ডে চাকরি দেওয়ার জন্য ঘুষ, নিজের স্ত্রীকে জাল-সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সরকারী চাকরি পাইয়ে দেবার মতো বিতর্কিত ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তার বিরুদ্ধে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবী করেছেন।

স্পর্শকাতর কেন্দ্র সেকেন্দ্রায় লড়াই—

সি পি এম বনাম কংগ্রেস তৃণমূল, বিজেপি জোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ গ্রামের ভোট দিতে হয় না আপনি পড়ে যায়—এ অভিযোগ ভোটারদের। তবু যাঁরা গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিলে সকলের সামনেই ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। খবর পেয়ে মহকুমা সদর থেকে পুলিশ এবং পর্যবেক্ষকরা গ্রামে পৌঁছানর আগেই খবর পেয়ে পর্দার আড়াল থেকে ডুগডুগি বাজিয়েরা ভোট ভোট খেলা বন্ধ করেছেন। কোনো বুথে কংগ্রেস এজেন্ট নেই, ব্যতিক্রম সেকেন্দ্রা হাই স্কুলের একটি বুথ সেখানকার এজেন্ট ভোটের পর গ্রামের বাইরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতেই সেকেন্দ্রা অঞ্চলের ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, তিনটি পঞ্চায়েত সমিতি এবং একটি জেলা পরিষদ আসনের (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গীপুরের পানীয় জল যে কোন সময় দূষিত হতে পারে

জঙ্গীপুর : কিছু সাধারণ মানুষ মনে করছেন, জঙ্গীপুরের পানীয় জল ব্যবস্থা যে কোন সময় দুষিত হয়ে যেতে পারে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাইপ ফেটে বা লিক হয়ে চাপের সময় জল রাস্তার উপর এসে জমে গাঁড়য়ে যায়। জল জমার কারণে রাস্তায় গর্ত হয়ে জল আটকে থাকে। তাতে ড্রেনের নোংরা জল এবং ঘোড়া গাড়ির কল্যাণে ঘোড়ার বিষ্ঠা জমে। জলের চাপ কমে গেলে সেই জল আবার গর্ত হয়ে পাইপে নেমে যায় বলেই অনেকের অনুমান। তাই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত পানীয় অনেকের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। সহজেই অনুমেয় ।।

বর্তমান নিবন্ধটি জঙ্গিপুর কলেজকেন্দ্রিক। আমরা ইতিপূর্বে এই কলেজের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহাতে কলেজের অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এখন অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। আর সেই প্রসঙ্গ হইতেছে শিক্ষার্থীদের সমস্যা।

খবরে প্রকাশ, এই কলেজে বর্তমানে সংস্কৃত বিষয়ের কোন অধ্যাপক থাকিতেছেন না। কিন্তু সংস্কৃত উঠিয়া যাইতেছে না। সংস্কৃতের একমাত্র অধ্যাপক যিনি ছিলেন, তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণ হইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যে সব শিক্ষার্থী সংস্কৃত বিষয় অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই অথৈ জলে পড়িতেছেন। আবার নূতন শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হইবার সময় কোনও শিক্ষার্থী সংস্কৃত বিষয় লইবার ভরসা পাইবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই কলেজে বাংলা অনার্স কোর্স থাকার জন্য পাঁচজন অধ্যাপক আবশ্যিক। একজন অন্যত্র গিয়াছেন। এখন মাত্র দুইজন অধ্যাপক রহিয়াছেন। তাঁহারা কীভাবে কতটুকু কাজ করিতে পারিবেন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং এখানে পঠন ও পাঠনের পরিবেশ কতটুকু সুস্থ, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। শিক্ষার্থী-দিগকে বেশী খরচ কবুল করিয়া অন্যত্র পাড়ি দিতে হইবে। অভিভাবকদিগকে বাড়তি আর্থিক চাপের মধ্যে পড়িতে হইবে।

এই সঙ্গে কেমিস্ট্রি অনার্স সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা পত্রিকায় সব ছাত্র কেমিস্ট্রী অনার্স ছাড়িয়া দিয়াছেন এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅনুপ ঘোষাল মহাশয় পত্রিকার চিঠি-পত্র কলমে কিছু তথ্যাদি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এই কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স খুলিবার সম্ভাব্যতা খতাইয়া দেখিতে পরিদর্শনের জন্য আসিলে কলেজের পক্ষ হইতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং শ্রীঘোষাল প্রমুখ 'ইন্সপেক্টর অব কলেজেস'-কে কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান দিতে অনুরোধ করেন। কারণ কেমিস্ট্রি অনার্স পড়াইতে হইলে পৃথক ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি ও প্রচুর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। শ্রীঘোষালের পত্রে জানা যায় যে, ইন্সপেক্টর অব কলেজেস কেমিস্ট্রীর জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহাশয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও টাকা পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু কেমিস্ট্রী পাস কোর্সের জন্য কেমিস্ট্রি বিভাগের আটজন অধ্যাপকের মধ্যে তিনজনের স্থান শূন্য হইলে পাঁচজন অধ্যাপক লইয়া বি-এসসি পাস কোর্স, হায়ার সেকেণ্ডারি বিভাগ এবং সর্বশেষে অনার্স-এর চাপ সহ্য করিতে হইতেছে। ইহাতে পঠন-পাঠনের কাজ কতটুকু সুষ্ঠু হইতে পারে? সুতরাং জঙ্গিপুর কলেজে শিক্ষার্থীদের সমস্যা, অভিভাবকদের সমস্যা, অধ্যাপকদের সমস্যা কী সুগভীর, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই রাহুমুক্তি ঘটিবে কীভাবে?

এস, এস সি পরীক্ষায় পরিচালকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিশনের নির্দেশ ছিলো রোল ও অন্যান্য তথ্যাদি পূরণের জন্য প্রশ্নপত্র মূল পরীক্ষার দশ মিনিট আগে দিতে হবে। শ্রীমাহাতাও জানতেন না। প্রশ্নপত্র পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ প্রশ্নের উত্তর দেবেন তা ঠিক করতে গিয়ে দিশেহারা হন। পরীক্ষা শেষ হলে তারা প্রধান শিক্ষিকাকে ঘেরাও করেন এবং কমিশনের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রতিবাদপত্রও জমা দেন। সে সময় অফিসার ইনচার্জ সেখানে উপস্থিত থাকলেও সেই প্রতিবাদপত্র তিনি নাকি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন বলে পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। পরে প্রধান শিক্ষিকা রিজিওনাল অফিসার বি প্রধানকে লেখা প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করলেও অফিসার ইনচার্জ সেটা কমিশনে পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে খবর। অপরদিকে কমিশনের পক্ষে বি, প্রধান জানিয়েছেন উক্ত চিঠি না পেলে তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। তবে মানসী দেবী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ও পরীক্ষার্থীদের অভিযোগপত্র শীঘ্রই কমিশনে পাঠাচ্ছেন বলে জানা যায়। পরীক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কমিশন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত ও অধ্যাপক অসীমকুমার মণ্ডলকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিলেন, এরা কেউই কমিশনের সঠিক নিয়ম জানতেন না। দুই সেট প্রশ্ন দেওয়ার ব্যাপারেও এরা ছিলেন অন্ধকারে। মূলতঃ যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায় তার জন্য কমিশন বিকল্প প্রশ্নপত্রের সেট পাঠিয়েছিলেন। মহকুমার অন্য তিনটি কেন্দ্রে এর আগে এ ধরনের পরীক্ষা হবার জন্য তারা সেখানে স্থানীয় ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোনো একটি সেট প্রশ্নপত্র দিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষকরাও সময় মতো রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল গিয়ে সময়োচিত সাহায্য করেননি বলে জানা যায়। বর্তমানে সকলেই একে অন্যের উপর দোষারোপ করলেও ৩০০ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ কি হবে তা কেউই বলতে পারছেন না।

পঞ্চরঙ্গ

(১)

জ্যোতিবাবু রেগে বলে, মমতার ক্ষমতা
জারিজুরি সব তার করে দেব সমতা।
হেসে বলে তৃণমূল,
বুঝেছি চক্ষুশূল
কেন এত হলো আজ এ রাজ্যে মমতা ॥

(২)

জ্যোতিবাবু ভেবেছিল কংগ্রেস হারিয়ে
'এই ভোট পর্বটা দেব আমি মাতিয়ে',
তৃণমূল বাদ সাধে,
বিজেপির কাঁধে কাঁধে
মিলিয়ে চলার ফলে হাওয়া দিল তাতিতে ॥

(৩)

জ্যোতিবাবু নিষ্প্রভ সেই উত্তাপে তাই
তুবড়ি ফোটাচ্ছেন হয়ে গিয়ে রেগে কাঁই,
মমতাটা জ'লিয়ৎ
বর্বর চালিয়াৎ
ভুয়ো ডিগ্রিতে কেন করে এত হাই ফাই ॥

(৪)

ডিগ্রিটা ভুয়ো কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ,
আপনি যে ব্রিফলেস সেটা অনপেক্ষ,
অথচ রাজার হালে
লুম্পেন বোল চালে
চ'লিয়ে গেলেন বেশ, কার মুখাপেক্ষ?

(৫)

ভুয়া ডিগ্রির চেয়ে মেকি পলিটিক্স কি
আজকের দুনিয়ায় নয় বেশি 'রিস্কি'?
ছুঁচ আর চালুনির
দ্বন্দ্বে করুন স্থির
অপরাধ কার বেশি, গোস্তাকি বিনা কি ॥

গৌড়ানন্দ (অমলকৃষ্ণ গুপ্ত)

ডাকাতি করা জিনিস উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৪ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ রমাকান্তপুর শীশাতলা থেকে ডাকাতি হওয়া কিছু জিনিস উদ্ধার করে। উদ্ধার করা জিনিসের বেশীরভাগই অলংকার ও সৌখীন দ্রব্য। ২৯ ডিসেম্বর '৯৭ এই থানার আইলের উপর নিবাসী নন্দরাণী মণ্ডলের (৬৫) বাড়ীতে ডাকাতি হয়। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ শীশাতলার মটর মণ্ডলকে ঐ ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে গত ২৪ এপ্রিল গ্রেপ্তার করে এই সব জিনিসপত্র উদ্ধার করে।

স্পর্শকাতর কেন্দ্র সেকেন্দ্রা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য ভোট নেওয়া হবে ২৮ মে। বহু বছর বাদে এবার হয়তো বা ভোট হবে এমনটাই বলছেন গ্রামের মানুষজন। তবে ভোটের আগের দু'রাত্তি বড়ো ভয়ংকর, এ কথাও তারা ভোলেননি। দশ বছর আগে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টি ছিল বামফ্রন্টের দখলে। কিন্তু সেকেন্দ্রায় কংগ্রেস ১৩—১২ দলীয় অবস্থানের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত দখল করেছিল। সে সময় কংগ্রেসী সদস্যদের জমির ধান কেটে নেওয়া থেকে সুরু করে বাড়ীতে লুঠপাঠ, মারধোর সব ধরনের দাওয়াই প্রয়োগ করে গণ-পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। সে সময় লালখানদিয়ারের কংগ্রেস সদস্য হুমায়ন বিশ্বাস গ্রাম ছেড়ে সাইদাপুরে চলে যান। আর কোনোদিন গ্রামের মাটিতে পা দেননি। সেকেন্দ্রা, খেজুরতলা, লালখানদিয়ার, বিশ্বাসপাড়া, দস্তামারা, বিশ্বনাথপুর আর রামেশ্বরপুর গ্রাম নিয়েই সেকেন্দ্রা অঞ্চল। এই অঞ্চলেরই একমাত্র হাই স্কুলের সামনে এক চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলেন সেকেন্দ্রা গ্রামের শ্রীপতি ঘোষ। এক সময়ের বিজেপির কর্মী বর্তমানে তৃণমূলের সমর্থক শ্রীপতিবাবু অতীতের সেই সব কথা বলতে বলতে শিউড়ে উঠছিলেন। কিন্তু এবার সেকেন্দ্রা অঞ্চলের সর্বত্র অন্য চিত্র। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ গ্রামের একটি আসন ছাড়া কোথাও ভোটের প্রয়োজন হয়নি। সবকটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিলেন সিপিএম সদস্যরা। এবার কিন্তু নির্বাচনে লড়াই হচ্ছে সবকটি কেন্দ্রে। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা এককড়ি ঘোষ ও জিতেন ঘোষ বললেন ভোট হলে সব চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের আমলে রাস্তা হয়েছে, উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। গ্রামের এক তৃতীয়াংশ ছাড়া সর্বত্র বিদ্যুতের যোগাযোগ আছে। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের জন্য কুয়া এবং জল ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জল সরবরাহর টাকা মঞ্জুর হয়েছে। সে কারণে তারা আশাবাদী, ১৯টি আসনে তারাই জিতবেন। তাদের মতে গ্রামে কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপিদের মধ্যে একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসন ছাড়া সবকটিতেই সমঝোতা হয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী আছে দস্তামারা, শ্রীধরপুর, রামেশ্বরপুর এবং বিশ্বাসপাড়ার মোট ৭টি আসনে। বাকী ৯টিতে রয়েছে তৃণমূল ও ১টি বিজেপির দখলে। লড়াই হবে মোটামুটি সরাসরি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুব্রতকুমার দাস এক সময় সিপিএম করতেন। তিনি তার বন্ধুদের নিয়ে তৃণমূলের হয়ে জোট বেঁধেছেন তিনকড়ি ঘোষ বর্তমান প্রধান হাকিম এবং বলরাম মণ্ডলের ভোটের বিরুদ্ধে। নির্বাচনের দিনে ঠিকভাবে যাতে ভোট হয় তার জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও প্রতিরোধ করবেন নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে এ আশা তৃণমূল কর্মীদের। জনসমর্থন তাদের দিকে এ দাবী করে সুব্রত দাস জানালেন সব বুথে তৃণমূল এজেন্ট দেবার চেষ্টা করা হবে। অপরদিকে ভোটে কার-চুপির প্রশ্নে সিপিএমের তরফে এককড়ি ঘোষ বলেন যদি এখানে ভোটই না হতো তবে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হতো। কিন্তু তা হয়নি। এ সব কেবল গল্প। তবে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দু'একটা ফলস্ ভোট দেবার রেওয়াজ সব জায়গায় আছে। এখানেও তা হয়। তবে এবারে প্রতিপক্ষরা নির্বাচনের আগে থেকেই বড্ডো বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তিনি একে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করলেন। গ্রামের অনেক সিপিএম কর্মী বোমা তৈরী করছেন শুনে এককড়ি ঘোষ বললেন নিরপেক্ষ তৃতীয় কেউ তদন্ত করে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তারা তাকে সাহায্য করবেন। অবস্থা আরও ঘোরালো করে দিয়েছেন প্রাক্তন সিপিএম উপ-প্রধান প্রণতি সিনহা। তিনি এবারে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী কারণ সিপিএম নেতারা তার প্রাপ্য বেতন ৪০০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা দিয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে তার স্বামীকে টিকিট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দেওয়া হয়নি। শ্রীমতী সিনহা শান্তিতেই গ্রামে ভোট হবে বলে মনে করলেও সেকেন্দ্রার অধিবাসীরা এখন এক অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। দীর্ঘকাল পরে ঠিকমতো সেকেন্দ্রায় ভোট হবে কিনা তার উত্তর দেবে ২৮ মে।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

এ ব্যবসা বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : বীরভূম জেলার নলহাটী থানার তকিপুর গ্রামবাসিনী মুঞ্জলার অদ্ভুত ব্যবসা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে শবের আনা বালিশ, কঁথা, লেপ, তোষক, মাদুর, শতরঞ্জী ইত্যাদি যা প্রতিদিন জমা হয়, মুঞ্জেলা সেগুলি লোক মারফৎ ডোমদের কাছ থেকে কিনে বাজারে বিক্রি করে। এ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য শবের আসবাবপত্র শ্মশানেই পুড়িয়ে ফেলার জন্য পুরসভার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

আফিডেবিট

আমি মহঃ আলিমুদ্দিন, পিতা সেকেন্দার আলি, বাড়ী রাণীনগর শীশাপাড়া, থানা রঘুনাথগঞ্জ। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে ভুলবশতঃ আমার নাম মহঃ আলিমুদ্দন রেজভি হয়ে যায়। এই কারণে গত ৮-৮-৯৭ মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে আমার নাম মহঃ আলিমুদ্দিন প্রমাণ করলাম

ক্ষেত মজুর জেলা সম্মেলন

সাগরদীঘি : পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর ইউনিয়ানের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন গত ১-২ মে মনিগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক ডঃ বিষাণ গুপ্ত মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী কামাখ্যানন্দন মহাপাত্র কৃষি ক্ষেত মজুর ও শিল্প শ্রমিকদের উৎপাদনমুখী কাজে এগিয়ে আসতে এবং কোন মালিক যেন শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে এই নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক তাঁর রিপোর্ট পাঠ করেন। কবিরুদ্দিন সেখ ও সামসুল আলম বলেন বামফ্রন্ট সরকার বলে গরীবের সরকার কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছু করে না। জেলা সভাপতি দীপক বিশ্বাস বলেন সব দলের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকতে পারি যদি সেই দল শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা না করে তবে আন্দোলন করব। তিনি অভিযোগে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ শতাংশ ভরতুকীতে ৪৫০ জন বেকারকে লোন দিতে বলেন। কিন্তু জেলা পরিষদ সভাধিপতি ২ জনকে লোন দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বাকী টাকা কোথায় গেল? কেন বেকাররা লোন পেল না? সর্ব্বাণী রাহা বলেন ভূমিসংস্কার কংগ্রেস করেছে। কৃষিপ্রধান দেশ এখানে ক্ষেত মজুরদের ভূমিকা আছে। জেলা সম্পাদক স্বপন সোম জেলা কমিটিতে ৪৩ জনের নাম উল্লেখ করেন। সহসভাপতি পূর্ণচন্দ্র দে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

বোমায় গুরুতর আহত

সাগরদীঘি : সম্প্রতি মনিগ্রাম সেখপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণে আনোয়ার সেখ নামে একটি ছোট ছেলের একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে খবর। খেলনার চশমা ভাঙ্গা নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে গণ্ডগোল নাকি এই ঘটনার সূত্রপাত। গুরুতর আহত আনোয়ারকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে এখান থেকে মালদা পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

আম্বেদকর স্মরণে কিছুক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ এপ্রিল বিকেলে বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মদিবস মুর্শিদাবাদ জেলা স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয় সমিতি ও মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ রাজা মার্কেটে পালন করা হয়। উদ্বোধনী লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী মোঃ মতিউর রহমান বিশ্বাস। ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীযুত শিল্পনিকেতনের সম্পাদক বিজয় মুখার্জী, জঙ্গিপুর সাহিত্য সংস্থার সম্পাদক ও সাহিত্য চেতনা পত্রিকার সম্পাদক মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা, জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, অমর দাস, সুকুমার সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অশোক দাস

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— **ডাঃ সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মনিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।